সম্প্রতি ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনসমূহ আনা হয়েছে তা সংশিষ্ট সকলের অবগতির জন্য সহজভাবে, সংক্ষেপিত আকারে নিম্নে পেশ করা হলো:

১। টার্নওভার করের মূল্যসীমা ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা থেকে ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২। বিল-অব-এন্ট্রি এবং মূসক চালানপত্রে ক্রেতার মূসক নিবন্ধন নম্বর উলেখ করার বিধান করা হয়েছে। উলেখ না থাকলে রেয়াত নেয়া যাবে না।

৩। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে রেয়াত নেয়ার বিধান করা হয়েছে। শর্তসমূহ হলো: (১) পণ্য বা সেবা সরবরাহ মূল্যের মধ্যে পরিশোধিত মূসক অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে; বা (২) পণ্য মূল্য ঘোষণায় সেবাটি অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে; (৩) মূসক সরকারী ট্রেজারীতে পরিশোধ করার প্রমাণপত্র (ট্রেজারী চালান) থাকতে হবে।

৪। কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি তার প্রয়োজনে কোন দলিলাদি ও তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন। তবে, তার ফরম্যাট স্থানীয় মূসক দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

৫। কোন মামলা, তদন্ত বা বিরোধ চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। কোন ব্যক্তি ভুলবশত: বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কর কম পরিশোধ করলে এবং পরবর্তীতে সুদসহ পরিশোধ করলে দন্ড আরোপিত হবে না।

৭। ধারা ৪০ এ ন্যায়-নির্ণয় ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রতিস্তরে বিচারের মূল্যসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮। ধারা ৪১গ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এর ফলে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির পরিধি বর্ধিত হয়েছে। ইতোপূর্বে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির পরিধি ছিল নিম্নরূপ:

(১) পণ্যের মূল্য অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়।
(২) মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় কোনো কর বা সরকারী পাওনা সংক্রান্ত কোনো মামলা বা বিরোধ, যা কোনো দাবিনামা সংক্রান্ত নোটিশ বা কারণ দর্শানো নোটিশ বা এ সংক্রান্ত অন্য কোনো নোটিশ জারির সূত্রে উদ্ভূত হয়েছে;
(৩) বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্য অনুমোদনের বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে অনুমোদনের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশিষ্ট কমিশনারের নিকট আবেদন করার বিধান রয়েছে। এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশনার কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করলে বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তির আওতায় নিস্পত্তির জন্য আবেদন করার বিধান ছিল।

সংশোধনের ফলে নিম্নরূপে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির আওতা বর্ধিত হয়েছে:

(১) "পণ" বিষয়ে;
(২) মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য নিরূপন বিষয়ে;
(৩) টার্ণওভার কর সংক্রান্ত বিষয়ে;
(৪) রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে;
(৫) নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান সংক্রান্ত বিষয়ে;
(৬) হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে;

(৭) দাখিলপত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে;
(৮) দন্ড আরোপ বিষয়ে;
(৯) দাবিনামা জারি সংক্রান্ত বিষয়ে;
(১০) কর ফেরৎ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে।

উলেখ্য, জুলাই ১, ২০১২ তারিখ থেকে সকল মূসক কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি কার্যক্রম শুরু হবে। ইতোপূর্বে মার্চ ১, ২০১২ তারিখ থেকে শুধুমাত্র বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক) এবং ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল।

৯। কোন মামলা সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন থাকলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত বিভাগে আবেদন করতে পারেন। উক্ত বিভাগ অনুমতি দিলে মামলাটি বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তির আওতায় বিচার্য হতে পারে। অথবা সুপ্রীম কোর্টের সংশিষ্ট বিভাগ স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে মামলাটি বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তির আওতায় নিস্পত্তির জন্য সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারবেন।

১০। বিকল্প বিরোধ-নিস্পত্তির আওতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সে অনুযায়ী যদি অর্থ পরিশোধ করা না হয়, তাহলে ৩ পারসেন্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে যা ধারা ৫৬ বা ৬৭ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

১১। আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপীল নিস্পত্তি করার সময়সীমা ২ বৎসর নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ইহা ১ বৎসর ছিল।

১২। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই সেবার ওপর সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ৪.৫% হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

Information Technolgy Enabled Services (ITES) meanas- Digital Content Development and Management, Animation (both 2D AND 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Web Site Services, Business Process Outsourcing, Data entry, Data Processing, Call Centre, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Listing, E-commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving.

১৩। নিম্নবর্ণিত আইটেমসমূহের ওপর থেকে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(ক) সিনেমা হল।
(খ) সিরামিকের বাথটাব ও জিকুজি, সিঙ্ক, বেসিন, প্যাডেস্টাল বেসিন, কমোড ও উহার অংশ, প্যান, শাওয়ার, শাওয়ার ট্রে, ও বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংশ ও ফিক্সার্স।

১৪। ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পদ্ধতি:

বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে বিধান নিম্নরূপ:

(ক) আমদানি পর্যায়ে ৪ শতাংশ এটিভি উৎসে কর্তন করবে।
(খ) আমদানির পর মূল্য ঘোষণা দিয়ে, প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ওপর ১৫ শতাংশ মূসক প্রদান করতে হবে। এ ধরনের ব্যবসায়ী রেয়াত পাবেন।
(গ) যে কর মেয়াদে আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়েছে সে কর মেয়াদে বা উহার অব্যবহিত পরবর্তী কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে।
(ঘ) 'মূসক-১খ' ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে।
(ঙ) 'মূসক-১১' বা 'মূসক-১১ক' ফরমের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করতে হবে।
(চ) 'ফরম-ক' অনুযায়ী সমন্বিত ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করা যাবে। যারা মূসক ১৬ ও ১৭ সংরক্ষণ করতে চান, তারা তা সংরক্ষণ করতে পারবেন।

স্থানীয় পণ্য ক্রয় করে বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বিধান নিম্নরূপ:

(ক) ক্রয়ের পর প্রকৃত মূল্য সংযোজন অন্তর্ভূক্ত করে, মূল্য ঘোষণা দিয়ে সর্বমোট মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূসক প্রদান করতে হবে। এ ধরনের ব্যবসায়ী রেয়াত পাবেন।
(খ) ২৬.৬৭% মূল্য সংযোজন করে তার উপর ১৫% অর্থাৎ সরবরাহ মূল্যের উপর ৪ শতাংশ ভ্যাট প্রদান করা যাবে। এ ধরনের ব্যবসায়ী রেয়াত পাবেন না।
(গ) ঔষধ এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ওপর পূর্বের ন্যায় ১৩.৩৩ শতাংশ মূল্য সংযোজনের নিয়ম বহাল আছে।
(ঘ) 'মূসক-১খ' ফরমে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে।
(ঙ) 'মূসক-১১' বা 'মূসক-১১ক' ফরমের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করতে হবে।
(চ) 'ফরম-ক' অনুযায়ী সমন্বিত ক্রয় ও বিক্রয় হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করা যাবে। যারা মূসক ১৬ ও ১৭ সংরক্ষণ করতে চান, তারা তা সংরক্ষণ করতে পারবেন।

প্যাকেজ ভ্যাট:

(ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা: ৯,০০০/- (নয় হাজার টাকা) মাত্র।
(খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা: ৭,২০০/- (সাত হাজার দুইশত টাকা) মাত্র।
(গ) জেলা শহরের পৌর এলাকা: ৫,৪০০/- (পাঁচ হাজার চারশত টাকা) মাত্র।
(ঘ) দেশের অন্যান্য এলাকা: ২,৭০০/- (দুই হাজার সাতশত টাকা) মাত্র।
(ঙ) এই পরিমাণ অর্থ বার্ষিক এককালীন বা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।
(ছ) খুচরা ব্যবসায়ীগণকে পণ্য ক্রয়ের দলিলাদি, ক্যাশ মেমো ও বিক্রয় পুস্তক সংরক্ষণ করতে হবে।
(জ) সংশিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দের সহায়তায় বিভাগীয় কর্মকর্তা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন।

ইতোপূর্বে আমদানিকৃত পণ্য ২০% মূল্য সংযোজন করে বিক্রি করার ক্ষেত্রে মূসক প্রদান করতে হতো না। মূসক চালানে সীল প্রদান করে বিক্রি করার বিধান ছিল। সে বিধান বিলুপ্ত করা হয়েছে।

১৫। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন:

(ক) উৎপাদনকারী একটি স্থানে পণ্য উৎপাদনপূর্বক বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নিতে পারবে।
(খ) বাণিজ্যিক আমদানিকারক একটি স্থানে পণ্য আমদানিপূর্বক বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নিতে পারবে।
(গ) সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নিতে পারবে।
কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নেয়ার জন্য বিভাগীয় দপ্তরে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৬। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কর মেয়াদ ৩ মাস নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

১। ইট; ২। বাণিজ্যিক আমদানিকারক; ৩। শতভাগ রপ্তানিকারক; ৪। ইন্ডেন্টিং সংস্থা; ৫। শিপিং এজেন্ট; ৬। নির্মাণ সংস্থা; ৭। সিএন্ডএফ এজেন্ট; ৮। কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম; ৯। ইজারাদার; এবং ১০। যোগানদার।

১৭। নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহের মূল্য ঘোষণা প্রদান বিধান করা হয়েছেঃ

(ক) হোটেল, (খ) ভবন নির্মাল সংস্থা, (গ) কম্যুনিটি সেন্টার, (ঘ) মিষ্টান্ন ভান্ডার, (ঙ) আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র, (চ) কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস, (ছ) বিউটি পার্লার, (জ) অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম, (ঝ) শিপিং এজেন্ট, (ঞ) শীতাতপনিয়ন্ত্রীত বা তাপানুকূল বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সার্ভিস, (ট) স্যাটেলাইট কেবল অপারেটর, (ঠ) সিকিউরিটি সার্ভিস, (ড) আইন পরামর্শক, (ঢ) হেলথ ক্লাব ও ফিটনেস সেন্টার, (ণ) যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, (ত) আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর, (থ) ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী, (দ) চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী, (ধ) ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী, (ন) শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত টেইলারিং শপ, (প) এমিউজমেন্ট পার্ক ও থিম পার্ক, পিকনিট স্পট, শ্যুটিং স্পট।

১৮। সিগারেটের মূল্যভিত্তি এবং সম্পূরক শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯। জুলাই, ১, ২০১২ তারিখ থেকে নিম্নবর্ণিত সংকুচিত মূল্যভিত্তির হারসমূহ কার্যকর হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	সেবার বর্ণনা	মূসকের হার
০১.	নন-এসি রেস্তোরাঁ	৬%
০২.	মোটর গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ	৪.৫%
০৩.	ডকইয়ার্ড	৪.৫%
০৪.	নির্মাণ সংস্থা (কনট্রাক্টর)	৫.৫%
০৫.	ভূমি উন্নয়ন সংস্থা	১.৫%
০৬.	ভবন নির্মাণ সংস্থা	১.৫%
০৭.	ফটো নির্মাতা	৪.৫%
০৮.	আসবাবপত্রের বিপণন কেন্দ্র	(ক) উৎপাদন পর্যায়ে ৬% (খ) শো-রুমে ৪%
০৯.	স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার	২%
১০.	এসি বাস	১০%
১১.	এসি লঞ্চ	১০%
১২.	এসি ট্রেন	১০%
১৩.	যোগানদার	৪%
১৪.	পরিবহন ঠিকাদার	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ২.২৫% (খ) অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ৪.৫%
১৫.	বিদ্যুৎ বিতরণকারী	৫%
১৬.	নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা	৪%
১৭.	ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা	৪.৫%

১৮.	**ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল**	**৪.৫%**
১৯.	**স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাড়ি ভাড়া)**	**৯%**
২০.	**নিজস্ব ব্র্যান্ড সম্বলিত তৈরী পোষাক বিপণন কেন্দ্র**	**৫%**
২১.	**তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা**	**৪.৫%**